# বৈচিত্র, বন্ধুত্ব এবং মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর ২৫ বছর

## *'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯' এর ২৫তম বার্ষিকীর আয়োজন*

*মে ২০২৪ থেকে শুরু করে সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন সময়ে এই আয়োজন চলবে যেখানে মূল বেশকিছু আয়োজন থাকছে জুলাই মাসে এবং এসব অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানে*

২ জুলাই, ১৯৯৯, কলকাতায় তখন বর্ষাকাল। এর মধ্যে, বেঙ্গালুরু, বাটানগর, বনগাঁও, দার্জিলিং, দিল্লি, কলকাতা, কার্সিয়ং, মুম্বাই এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টা থেকে ১৫ জন কুইয়ার ব্যক্তি এবং তাদের সহযোগীরা গোলাপী রঙের ত্রিভুজ আঁকা উজ্জ্বল হলুদ টি-শার্ট পরে কলকাতার রাস্তায় একত্রে হাটতে শুরু করে। এটা ছিল ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম রেইনবো প্রাইড ওয়াক, যা 'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯' নামে পরিচিত। এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি, ১৯৬৯ সালে নিউইয়র্কে সংঘটিত স্টোনওয়াল দাঙ্গার ৩০ তম বার্ষিকীর সময়, ভারতের কুইয়ার ব্যক্তিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এটি ছিল সমগ্র ভারত থেকে বেশ কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফসল। এই আয়োজনে নেতৃত্ব প্রদান করে এলজিবিটি ইন্ডিয়া এবং বাস্তবায়নের সহায়তা করে কাউন্সেল ক্লাব এবং ইন্টিগ্রেশন সোসাইটি।

প্রাথমিকভাবে, ৩০ জন ব্যক্তি ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে এই পদযাত্রায় অংশ নিতে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু ঐদিন, দূরত্ব এবং খবরের কাগজে ছবি এলে লোকে জেনে যাবে, এই ভয়ের কারণে মাত্র ১৫ জন শেষ পর্যন্ত উপস্থিত হয়েছিল। এই ছোট্ট সংখ্যা দিয়ে তেমন কোন কিছুই যাবে আসবে না, এই ভেবে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর পাশাপাশি এনজিও, সামাজিক কর্মী, কুইয়ার ব্যক্তিদের পরিবার, চিকিৎসক ও আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সেই সাথে সরকারী সংস্থা যেমন ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান রাইটস কমিশন এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট এইডস প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল সোসাইটি এমন সংগঠনদের সাথেও যোগাযোগ করার কথা তখন আলোচনায় আসে। এমনকি যারা কুইয়ার মানুষদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারনা রাখেন, তাদের দিকেও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে সচেতন করার কথা উঠে আসে।

১৯৯৮-৯৯ সালে দীপা মেহতার *ফায়ার* সিনেমাটি ঘিরে বিতর্ক এবং এর উল্লেখযোগ্য প্রভাবের কারণে সমপ্রেমের বিষয়টি চারিদিকে আলোচনার ঝড় তোলে। এই বিতর্ক কুইয়ার জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আপামর জনগনের মধ্যে আলাপ আলোচনা তৈরি করার ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৯ সালে, যখন সমকামিতা (পড়ুন "প্রকৃতির আদেশের বিরুদ্ধে শারীরিক মিলন") ভারতীয় দণ্ডবিধির ঔপনিবেশিক যুগের ধারা ৩৭৭-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বহাল, তখন

'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯' কুইয়ার ব্যাক্তিদের সাপোর্ট গ্রুপগুলোর নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সম্ভব হয়ে ছিল। সেই সাথে এই আয়োজন সম্ভব হয়ে ছিল ইয়াহু গ্রুপের মতো নতুন অনলাইন স্পেস এর কারনে যেখানে কুইয়ার ব্যক্তিরা একে অপরকে খুঁজে পেয়েছে এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য বন্ধুত্ব, সংহতি এবং ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। সংখ্যায় সামান্য হলেও এই পদযাত্রা, ভারতে কুইয়ার মানুষদের চারপাশের নীরবতার দেয়াল ভেঙে দিতে অবদান রেখেছে। এই পদযাত্রা রাস্তায় এবং জনসাধারণের সামনে কুইয়ার মানুষদের এগিয়ে আসার ব্যাপারে ভুমিকা রেখেছে।

অনুষ্ঠানের দিন সকালে দক্ষিণ কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে একটি প্রতীকী পদযাত্রা শুরু হয়, যার পরে অংশগ্রহণকারীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে যায়; একটি দক্ষিণ কলকাতার দিকে এবং অন্যটি উত্তর কলকাতার দিকে এগোয়। দুই দলই বিভিন্ন এনজিও, সামাজিক কর্মী, এবং সরকারী অফিসে ঘুরে ঘুরে সবার সাথে ‘এলজিবিটি সম্প্রদায়’ এর অধিকারের আদায় নিয়ে কথা বলে। উপস্থিত সকলের মধ্যে এই সম্পর্কে সচেতনতা এবং বোঝাপড়া তৈরি করার লক্ষ্যে তারা একটাই মূল বিষয়কে সামনে রেখে আলাপ চালিয়ে নেওয়ার উপর জোর দিয়েছিল। আর সেই মূল বিষয়টি হলো যে কুইয়ার অধিকারগুলো মৌলিকভাবে মানবাধিকার। তারা যে আলোচনা শুরু করে গিয়েছিল, তার মূলকথা হল কুইয়ার মানুষেরা একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায়না। রাষ্ট্র এবং সমাজ উভয়ের সহিংসতার ভয় কে পাশ কাটিয়ে তারা সমানভাবে এবং স্বাধীনভাবে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চায়। সেইদিন অংশগ্রহণকারীরা তাদের বেঁচে থাকার অধিকার সম্পর্কে একটি বিবৃতি দিয়েছিল। তাদের সেইদিনের সেই প্রচেষ্টা একটি বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করেছিল যা আজকের ভারতের কয়েক ডজন শহরে রেইনবো প্রাইড ওয়াকে রূপান্তরিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ‘কলকাতা রেইনবো প্রাইড ওয়াক’, যার ২০তম সংস্করণ ডিসেম্বর ২০২৩-এ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২৫ বছর পরে আজ এই রজতজয়ন্তীর আয়োজনে, কুইয়ার মানুষেরা কেবল বেঁচে থাকাই নয়, মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করতে পেরেছে আর এর জন্য বন্ধুত্বের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও, রাষ্ট্রের সাথে এখনও বেশ কিছু কাজ বাকি রয়ে গেছে। অনেকটা এগিয়ে গেলেও, বেশ কিছু রাজ্য এবং এর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, এখনও কুইয়ার ভারতীয়দের অবাঞ্ছিত হিসেবে বিবেচনা করে, এবং তাদের প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেয়। এভাবেই কুইয়ার মানুষদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং সম্পর্ক তৈরি করাকে কেন্দ্র করে গভীর উদ্বেগের মুখোমুখি হতে হয়।

৭৭ বছর বয়সী দেশ ভারতের জীবনে 'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯'-এর ২৫ তম বার্ষিকী একটি প্রধান মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত। পাশাপাশি, যে কাজগুলো করা বাকি আছে তার একটি তালিকা আমরা সকলকে মনে করিয়ে দিতে চাই:

- কুইয়ার সম্প্রদায়ের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরকে শক্তিশালী করা যেন ক্ষমতায় থাকা মানুষগুলো তাদের কথা আরও ভালভাবে শুনতে পায়।
- অভিব্যক্তির বৈচিত্র্য এবং কুইয়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার সম্মান নিশ্চিত করা যাতে আমাদের প্রচেষ্টা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়।
- কুইয়ার আন্দোলন এবং অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে সহযোগিতাকে বন্ধুত্বের বন্ধনের মাধ্যমে জোরদার করা।

আমরা আশা করি যে এই রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠান উপরের তিনটি লক্ষ্য অর্জন করতে অবদান রাখবে। অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে একটি 'কুইয়ার মিশ্রণ' – একটি প্রতীকী পদযাত্রা, সংবেদনশীলতা তৈরির কার্যক্রম, শিল্প ও কুইয়ার সংরক্ষণাগার বিষয়ক কর্মশালা, প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উল্লেখিত লক্ষ্যগুলি অর্জনের জন্য এই দীর্ঘ পথ চলায় আমাদের সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একে অন্যের পাশে থাকতে হবে।

'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক' ৯৯' এ যারা হেঁটেছিলেন, তাঁদের এবং তাঁদের কমরেডদের আমাদের আয়োজকদের পক্ষ থেকে উষ্ণ অভিনন্দন এবং ভালবাসা!

আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে মহুয়া শেঠ কে 0091 98368 44227 নম্বরে বা স্বাতী দাস কে 0091 82503 43453 নম্বরে কল করুন। আপনি যদি এই আয়োজনকে সার্থক করার জন্য আমাদের তহবিলে অনুদান দিতে চান, অনুগ্রহ করে vartablog@gmail.com-এ লিখুন।

'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক '৯৯' সম্পর্কে আরও পড়ুন এখানে: friendshipwalk20.wordpress.com অথবা আমাদের কাছে vartablog@gmail.com এ লিখুন। এছাড়াও পড়ুন *বিশ সাল বাদ, বার্তা* জুন ২০১৯ সংখ্যায়।

**গ্রাফিক সম্পর্কে:** 'ফ্রেন্ডশিপ ওয়াক' ৯৯' এর ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে এই লোগো তৈরি করা। লোগোটি প্রগ্রেস প্রাইড ফ্ল্যাগ এর রংকে উপস্থাপন করে। গ্রাফিক কৃতজ্ঞতা: তাবিশ শাকিল। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লোগো তৈরির জন্য একটি প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হয় আর তার মধ্য থেকে তাবিশের এই লোগোটি বিজয়ী নির্বাচিত হয়।

* * *